দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 8 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

কৃষি ভার্সিটির সেশনজট নিরসনে

কেউই কথা রাখেননি

কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট যেন মরণব্যাধি ক্যান্সার। এখানকার ৬টি অনুষদের সবটিতেই সেশনজট কমবেশি রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি জট কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং কৃষি অনুষদে। সেশনজটের চাপে পড়ে চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে ৬-৮ বছর। নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সময়। অপচয় হচ্ছে অভিভাবকের রক্ত পানি করা অর্থের। হাহাকার বাজছে শিক্ষার্থীদের বুকে। অথচ সেশনজট নিরসনের ব্যাপারে কারও তেমন মাথাব্যথা নেই। কেউ নেননি কোন কার্যকর উদ্যোগ। অথচ কথার ফুলঝুরি ছেড়েছেন অনেকেই।

ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক ঃ ২২ মার্চ '৯৮-এ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে ১৯৯২-৯৩ সেশনে প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে তৎকালীন উপাচার্য ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক বলেছিলেন, "তোমাদের চার বছরের কোর্স সাড়ে তিন বছরে শেষ করানো হবে এবং চার বছর শুরুর আগেই সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হবে।" অধ্যাপক ফারুক কথা রাখেননি। তাঁর সময় সন্ত্রাস আর অনির্ধারিত ছুটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ডাল-ভাত যেন। ফলে সেশনজট বেড়ে গিয়েছিল ব্যাপকভাবে। ৯ নবেম্বর '৯৬ ক্যাম্পাসে দু'জন ছাত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হলে উপাচার্য ফারুক পদত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিশ্রুতিও বাতাসে মিলিয়ে যায়।

ডঃ মুহাম্মদ হোসেন ঃ ১১ নবেম্বর '৯৬ ক্ষমতায় আসেন বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হোসেন। তিনি সেশনজট নিরসনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও কার্যত সেশনজট দূর করতে ব্যর্থ হতে চলেছেন। "বিশ্বকাপ ভ্যাকেশন" ছাড়া কোন অনির্ধারিত ছুটিও তিনি বলতে গেলে দেননি। তার পরও সেশনজট কমেনি বরং বেড়েছে। কারণ কী?

ডঃ হোসেন কথা দিয়েছিলেন স্নাতক পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করবেন, সর্বাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করবেন। একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু করার কথাও তিনি বলেছিলেন। ডঃ হোসেন কথা রাখেননি। তিনি বরং পরোক্ষভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর প্রবণতাকে সমর্থন করেছেন। এ বছরের ১১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালের বিএসসিএজি পার্ট-টু'র এ্যাগ্রোফরেস্ট্রি (Agroforestry) পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি মাত্র ১ দিন আগে পিছিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াকে মৌন সমর্থন জানান। একদল বিপথগামী শিক্ষার্থী ভিসির কাছে দাবি জানানোর পর পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয় অথচ পরীক্ষা পিছানোর মতো যুতসই কোন কারণ কখনই ছিল না। ছলছুতা করে একটা কারণ বের করা অবশ্য কোন ব্যাপারই নয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বছর ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য ১৯৯৫-৯৬ সেশনের বিএসসিএজি পার্ট-টু'র এন্টোমলজি বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, "অনিবার্য কারণবশত"। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ১৯ এপ্রিল ক্যাম্পাসে এমন কী ঘটতে যাচ্ছিল যে পরীক্ষা পিছানোটাই অনিবার্য হয়ে পড়ল। এ প্রশ্নের উদয় হতো না, যদি ৪ বছরের কোর্স ৪ বছরে না হোক অন্তত ৫ বছরে শেষ করা হতো। কোন কারণ না পেয়ে "অনিবার্য কারণ" দেখিয়ে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া এখন ক্রনিক ডিজিজে পরিণত হয়েছে। এটা কোন শুভ লক্ষণ নয়।

ডঃ গোলাম আলী ফকির ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডঃ গোলাম আলী ফকির এখন কৃষি অনুষদের ডিন। তিনি কথা দিয়েছিলেন, কৃষি অনুষদে সেশনজট রাখবেন না। যথাসময়ে ক্লাস শুরু ও শেষ করবেন। যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ যথাসম্ভব কম সময়ে করা হবে। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা না পিছানোর শপথও করিয়েছিলেন তিনি। গতবছর ৪ সেপ্টেম্বর শপথ করিয়ে ক্লাস শুরু করানোর পর এ বছর ১ আগস্ট পরীক্ষা নেয়ার তারিখ দেয়া হয়েছিল। হঠাৎ অনিবার্য কারণ দেখিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বড় বড় কথা অনেকেই বলেছেন। আন্তরিক মমত্ববোধ নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি। অথচ ইচ্ছা থাকলেই সেশনজটমুক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দেয়া যায়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ৩৭ বছর কেটে গেছে। বিরাট অঙ্কের বাজেট এসেছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। কেউ কি তাহলে সুনীলের কবিতার মতো কথা রাখে না ...।

—সাজ্জাদ হোসেন